খণ্ড ৩, সংখ্যা ৩
Vol. 3, No. 3

ভাবনগর
BHABNAGAR

অক্টোবর ২০১৫
October 2015

সাক্ষাৎকার

# বাংলা সাহিত্যের অনেক কিছু এখনও অনাবিষ্কৃত

ফিলিপ বেনুয়া

*ফ্রান্সের বাংলা ভাষা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ফিলিপ বেনুয়া*

# So many facets of Bangla literature is still to discover

**Philippe Benoit**

**Abstract**

Philippe Benoit, a French professor and a scholar of Bangla and French language, came across Bangla language in the eighties of the 20th century. Then he developed a thesis piece on comparative study of Ramayana written in Sanskrit and Bangla. On his long experience of teaching Bangla and Sanskrit literature at a French university, he detected the multi-faceted riches of Bangla literature in depth. He is equally keen on Bangla literature of medieval as well as modern times. He inherited this from his predecessor Franch Bhattacharjee. Philippe's student Dr. Thibaut d'Hubert is now teaches in the University of Chicago. This interview of Philippe Benoit provides not only a lot of information on the history of Bangla studies in France but also the historical and current trends in France in Bangla language and literature studies including translations from Bangla. Moreover, this article motivates the researchers to look into the undiscovered literary resources of medieval Bangla literature.

ফিলিপ বেনুয়া ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত ইনালকো [ইনস্টিটিউট ন্যাশনাল দেস ল্যাঙ্গুয়েজ এট সিভিলাইজেশনস অরিয়েন্টালস]-এর দক্ষিণ এশীয় বিদ্যা বিভাগের বাংলাভাষার অধ্যাপক। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণারত। পাশাপাশি ফরাসি ভাষায় বাংলা উপন্যাস অনুবাদ করেছেন। পিএইচডি করেছেন—বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনামূলক আলোচনা বিষয়ে। উল্লেখ্য, তিনি তাঁর বৃহৎ-আকার পিএইচডি অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন ফরাসি ভাষায়, যাতে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের সাদৃশ্য, মৌলিকত্ব ও পার্থক্য দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম পর্যায়ে ড. ফিলিপ বেনুয়া বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সাহিত্যকর্ম নির্ভর গবেষণায় নিয়োজিত হলেও পরবর্তী কালে তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ ও গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ইংরেজ ঔপনিবেশিক সময়ে বাংলা গদ্যের নতুন জন্মের বিষয়ে তিনি যেমন আগ্রহী, একই সঙ্গে আধুনিক বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত বাংলার গ্রামীণ জীবন, প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সমান আগ্রহ। তিনি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে আমেরিকার দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোতে আয়োজিত "দুই বাংলা" শীর্ষক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন ও বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণের সূত্রে *ভাবনগরের* সম্পাদক ২৫ এপ্রিল ২০১২ তারিখ সকালে দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ভবন এলাকায় অধ্যাপক ফিলিপ বেনুয়া-র এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। অডিও রেকর্ড থেকে শ্রুতি লিখনের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারটি এখানে মুদ্রিত হল।

**সাইমন জাকারিয়া :** আপনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হলেন কীভাবে? এখন তো আপনি নিজেই বাংলা ভাষার একজন পণ্ডিত শিক্ষক, অনুবাদক।

**ফিলিপ বেনুয়া :** বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমার প্রধান আকর্ষণ শুরু হয় ১৯৮৩ সালে, যখন আমি কলকাতার অলিয়ঁস ফ্রসেসে আমাদের ভাষা (ফ্রেঞ্চ ভাষা) পড়ানোর জন্য কলকাতায় গেলাম। অবশ্য তার আগেও আমার আকর্ষণ ছিল—প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে। সেই কারণে আমি সংস্কৃতভাষা শিখতে শুরু করেছিলাম। আসলে, আমি ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা মানে আমাদের ইউরোপের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য, অর্থাৎ গ্রিক এবং ল্যাটিন প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন সংস্কৃতি নিয়ে পড়তাম। সেই সূত্রে আমার সংস্কৃতির প্রতি

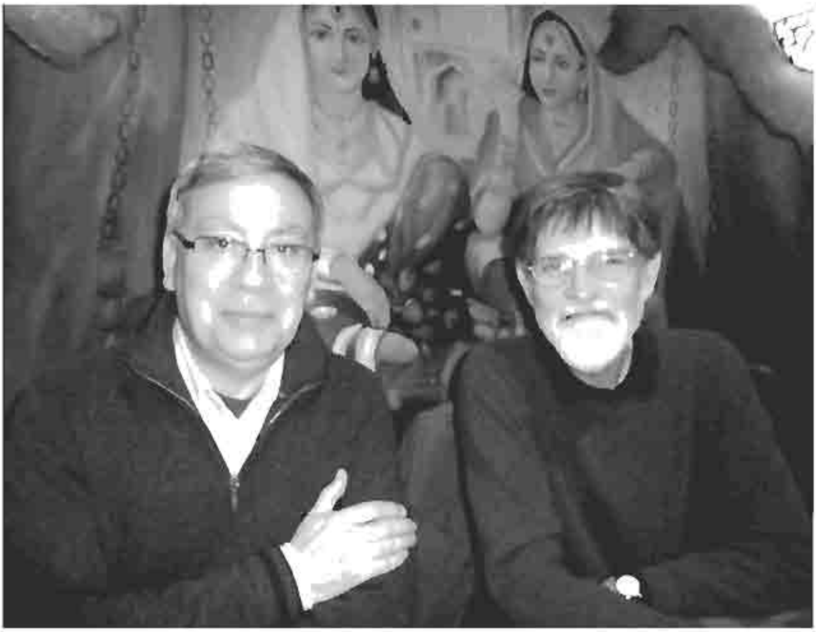

*শিকাগোতে আমেরিকান অধ্যাপক ক্লিন্টন বি. সীলির সঙ্গে ফরাসি অধ্যাপক ফিলিপ বেনুয়া*

আগ্রহ সৃষ্টি হলো। আস্তে আস্তে আমি অনেক কিছু শিখলাম প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে। তারপরে আমার ইচ্ছা হলো—দক্ষিণ এশিয়ায় যাই; শুধু ট্যুরিস্ট হিসেবে নয়, থাকার জন্য এবং একেবারে ভেতর থেকে ভারতের সমাজ সংস্কৃতি ইত্যাদি ভেতর থেকে বুঝবো, ভেতর থেকে দেখবো। এই সন্ধান করতে করতে আমি অ্যালিয়ঁস ফ্র্যাসেস কলকাতায় একটা চাকরি পেয়ে গেলাম। প্রথম কলকাতা গিয়ে দুই বছর থেকেছিলাম আলিয়াস ফ্রসেসে। তখন আমি আস্তে আস্তে বাংলা শিখতে শুরু করলাম, অনেক বাঙালির সঙ্গে পরিচয় হলো। প্রথমত আমার ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই বাঙালি ছিল; তবে, সবাই বাঙালি ছিল না, কলকাতা শহরে তখন অনেক হিন্দি ভাষী, দক্ষিণভারতীয় লোকও আছে, মোটামোটি তিনভাগের দুইভাগ বাঙালি ছিল। সেই তাঁদের সঙ্গে মিশতে মিশতে আমি বাঙালি সমাজের ভেতরে ঢুকতে পারলাম মোটামুটি, ভেতর থেকে দেখতে পারলাম, অনেক কিছু শিখতে পারলাম। আমি কিন্তু তখন বাংলা ভাষা খুব মন দিয়ে শিখিনি। দুই বছর পরে আমি যখন ফ্রান্সে ফিরলাম, তখন আমার মন খুব খারাপ হলো। কারণ, আমি দেখলাম যে, কলকাতাতে দু'বছর ছিলাম, কিন্তু আসলে কিছুই শিখিনি, আসল জিনিসই শিখিনি—ভাষাটা শিখিনি, বাংলা ভাষাটা আমি ভাল করে শিখিনি, টুকিটাকি শিখেছিলাম আর কি, কিন্তু ভাল করে বাংলা শিখিনি। তখন আমি বাংলা বই পড়তে পারতাম না। ক খ গ ঘ জানতাম, কিন্তু সাহিত্য পড়তে পারতাম না। আমার এত জ্ঞান ছিল না। সেই কারণে, আমি যখন প্যারিসে ফিরলাম দু'বছর পরে, আমার মন খুব খারাপ হলো এবং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এবার আমি বাংলা ভাষা শিখবোই ভাল করে।

*দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোতে দুই বাংলা শীর্ষক সম্মেলন (২০১২)-এ অংশগ্রহণকারী গবেষক-লেখক-অধ্যাপক ক্লিন্টন বি. সীলি, টনি কে. স্টুয়ার্ট, মোজাফ্ফর আলম, দীপেশ চক্রবর্তী, ফিলিপ ভোলমান, হানা-রুথ থমসন, রোচনা মজুমদার, থিবো দুবের, মন্দিরা ভাদুড়ী, রিহান্না খেসগি রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, সাইমন জাকারিয়াসহ অন্যদের সঙ্গে ফরাসি অধ্যাপক ও বাংলা ভাষার বিশেষজ্ঞ ফিলিপ বেনুয়া*

আমি যদি শিখি, প্রথমেই বাঙালিদের সংস্কৃতির সঙ্গে আমার একটি সম্পর্ক থাকবে। যদিও আমি প্যারিসে থাকি, তবুও বাংলা বই পড়তে পড়তে, বাংলা পত্রিকা পড়তে পড়তে, বাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করে আমার বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে চিরকাল। তখন আমি ভাবিনি যে, একদিন বাংলা ভাষার একজন বিশেষজ্ঞ হবো বা বই অনুবাদ করবো, বা বাংলা ভাষার প্রফেসর হবো—তখন এ আমার আশার বাইরে ছিল। তখন আমি আমাদের ভাষা ফ্রান্স পড়াতাম আর কি। এই বাংলা শিখতে শুরু করলাম ভাল করে, যেখানে এখন আমি পড়াই। ওখানে তিন-চার বছর পড়লাম, কোর্সটা কম্পিলিট করলাম। আমি তখন প্রতিবছর কলকাতাই যেতাম সামারে, মানে আমাদের সামারভ্যাকশনের সময়। একমাস দুমাসের জন্য, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য, তারপর বাংলা চর্চা করার জন্য। তারপর তিন চার বছর পর দেখলাম যে, এবার আমাকে আবার যেতে হবে অনেক দিনের জন্য, আমার ওখানে থাকতে হবে। তখন আমার ইচ্ছে ছিল যে, হয়তো আমি ওখাসে সেটেলড করবো, সারা জীবন থাকবো হয়তোবা অনেক বছর থাকবো, অনেকদিন থাকবো। সেই কারণে আমি আবার কলকাতায় গেলাম অনেকদিনের জন্য, ১৯৮৯ সালে, ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত আমি কলিকাতা ছিলাম। একটানা তিন বছর ছিলাম ওখানে। তখন আমার আরও উন্নতি হলো ভাষার উপর দখল এলো। এবং আমার

*ফ্রান্সে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক-অনুবাদক হিসেবে কিংবদন্তিতুল্য ফরাসি অধ্যাপক ফ্রান্স ভট্টাচার্য*

রামায়ণের উপর যে গবেষণার কাজটা তা শুরু করলাম ওখানে। আমার পিএইচডির কাজটা ওখানে শেষ করলাম না, ওখানে আমি সাবমিট করিনি, সাবমিট করেছি ইনালকো ইউনিভার্সিটিতে, কিন্তু লাইব্রেরির কাজ, বিশ্লেষণের কাজ মেনলি ওখানে করেছি।

**সাইমন :** আপনার পিএইচডি গবেষণা তো রামায়ণের উপর, ফ্রেঞ্চ ভাষায়। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের তুলনামূলক আলোচনা। এর আগে ফ্রান্স ভাষায় রামায়ণের কী কোনো গবেষণা হয়েছে?

**ফিলিপ :** না আমার আগে কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপর কেউ কোন কাজ হয়নি। আমার আগে কেউ করেনি। মানে সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণের উপর কাজ হয়েছিল। তারপরে তুলসীদাসী রামায়ণের কাজ হয়েছিল। কিন্তু বাঙালি রামায়ণের উপর আমার কাজই ফরাসি ভাষায় প্রথম। আর ইংরেজিতেও খুব বেশি কাজ হয়নি। আর ইংরেজিতেও খুব বেশি কাজ হয়নি; হয়েছে কিছু কিছু, কিন্তু তেমন বেশি না।

**সাইমন :** আপনার পাশাপাশি ফ্রান্সের আর কোন গবেষক বাংলার উপর কী ধরনের কাজ করেছে?

**ফিলিপ :** বাংলা ভাষার উপর খুব কম ফরাসি ভাষায় কাজ হয়েছে। যিনি সবচেয়ে বেশি করেছেন তিনি আমার প্রফেসর অধ্যাপিকা ফ্রান্স ভট্টাচার্য, তিনি কাজ করেছিলেন মূলত মঙ্গলকাব্যের উপর, বিশেষ করে মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গলের উপর কাজ করেছেন,

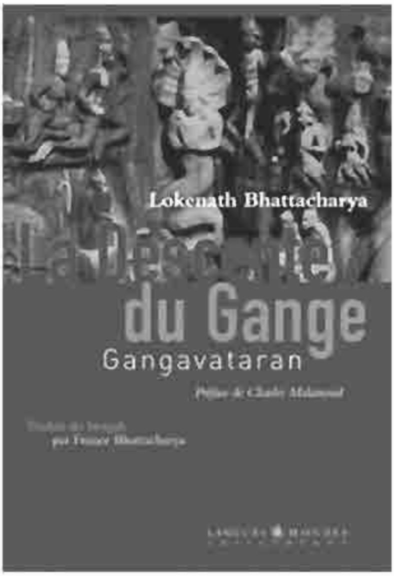

*অধ্যাপক ফ্রান্স ভট্টাচার্য অনূদিত ও সম্পাদিত দুটি গ্রন্থের প্রচ্ছদ*

তারপরে তিনি অনেক বই অনুবাদ করেছেন বাংলা থেকে ফরাসি ভাষায়। যেমন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি ছোট উপন্যাস, *রাইকমল* বলে একটা উপন্যাস। তারপর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালি*, তারপর রবীন্দ্রনাথঠাকুরের কয়েকটি উপন্যাস অনুবাদ করেছেন। তাঁর স্বামী ছিলেন লোকনাথ ভট্টাচার্য। তিনি ওর স্বামীর বইগুলো অনুবাদ করেছেন। তিনি অনেক কাজ করেছেন, এখনও করছেন। ২০০১ সালে তিনি রিটায়েড করেছেন। কিন্তু তখন থেকেই তিনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমি উনার কাছে অনেক কিছু শিখলাম বাংলা ভাষা বিষয়ে। তিনি আসলে বাংলা ভাষা পড়ানোটা শুরু করেছিলেন আমাদের ফ্রান্সে। তার আগে আরেক ছিলেন, তিনি একটু একটু পড়াতেন, কিন্তু কোন গবেষণার কাজ বা অনুবাদের কাজ করতেন না। ফলত বলা যেতে পারে ফ্রান্স ভট্টাচার্য আমাদের দেশে বেঙ্গল স্ট্যাডিস চালু করে দিয়েছেন।

**সাইমন :** আমি জানি তারপর আপনি ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন। এরপর আপনার ছাত্রদের মধ্যে থিবো দুবের কাজ করছে। থিবো-র বাংলা নিয়ে কী ধরনের গবেষণা করেছেন?

**ফিলিপ :** আমার ছাত্রদের মধ্যে থিবো দুবের অনেক ডাইনামিক। সে বাংলা ভাষা নিয়ে মাস্টার্স করেছে, মাস্টার্সে সে থিসিস করেছিল—কৃত্তিবাসী *রামায়ণের* আদিকাণ্ডের উপর, তখন সে ফরাসি ভাষায় কৃত্তিবাসী *রামায়ণের* আদিকাণ্ড অনুবাদও করে। এরপর সে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কবি আলাওলের সাহিত্যকর্ম নিয়ে এমফিল ও পিএইচডি করে। বাংলা ভাষার নানা দিক নিয়ে তাঁর আগ্রহ আমাকে বিস্মিত করে।

*অধ্যাপক ফিলিপ বেনুয়ার ছাত্র দি ইউনিভারসিটি অব শিকাগোর অধ্যাপক থিবো দুবের*

**সাইমন :** থিবো দুবের ছাড়া বাংলা ভাষা-সাহিত্য নিয়ে ফ্রান্সে অন্য কেউ কি তেমন কোন কাজ করেছে?

**ফিলিপ :** থিবোর মতো আর কেউ নেই। থিবোর গবেষণার সঙ্গে কারও তুলনা করা যায় না। কিন্তু কয়েকজন কাজ করেছে বা করছে, যেমন—আমার এক পুরোনো ছাত্র বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে গবেষণা করেছে, তা এখনও করছে, বিশেষ করে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে গবেষণা করছে। কিন্তু সাহিত্যের ব্যাপারে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে না তেমন কেউ কাজ করেনি।

**সাইমন :** আপনি বর্তমান বাংলা ভাষা সাহিত্য নিয়ে কাজ করছেন?

**ফিলিপ :** আমি বর্তমানে তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, এই কয়েকজন ঔপনাসিক গতে শতকের চল্লিশ, পঞ্চাশ দশকের এই তিন জন ঔপনাসিক কীভাবে বাংলাদেশের গ্রামের জীবনের ছবি এঁকেছেন তাঁদের নিজের উপন্যাসগুলিতে—এটা হচ্ছে আমার বর্তমান গবেষণার বিষয়। আরেকটা হচ্ছে—উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য এবং বিশেষ করে বাংলা গদ্যের নতুন জন্ম বলা যেতে পারে—বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের কাজ এবং বঙ্কিমচন্দ্র; তাঁরা কীভাবে একটা নতুন রূপ দিয়েছেন বাংলা ভাষাকে বা সাহিত্যকে। এখন আমি আর মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছি না।

**সাইমন :** আপনি তো আধুনিক বাংলা সাহিত্য কিছু কিছু অনুবাদ করেছেন। আপনার অনুবাদকর্ম সম্পর্কে কিছু বলুন।

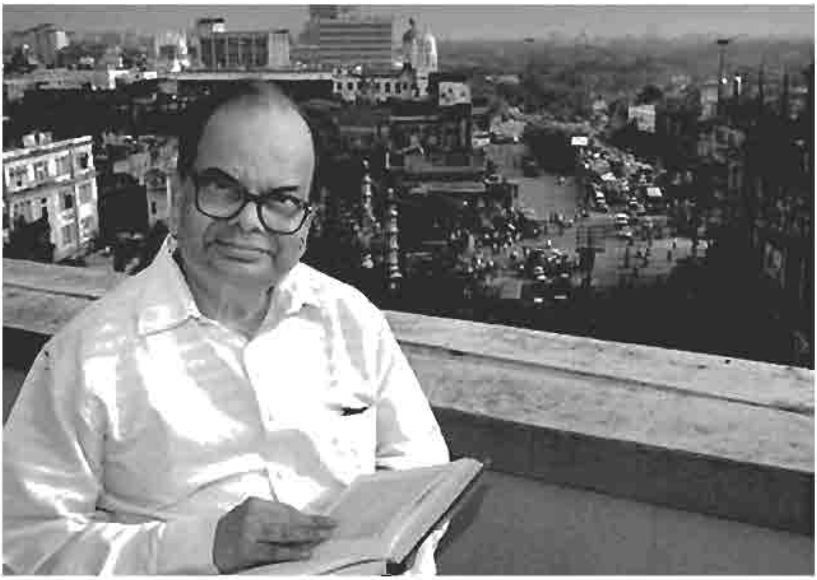

*কথাসাহিত্যিক শংকর, তাঁর চৌরঙ্গী উপন্যাসটি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছেন ফিলিপ বেনুয়া*

**ফিলিপ :** আমি কয়েক বছর আগে একটা উপন্যাস অনুবাদ করেছিলাম, সেটা এখনও পাবলিষ্ট হয়নি। এই বইটার নাম *চৌরঙ্গী*, কলিকাতার শংকর [মনি শংকর] নামের একজন ঔপন্যাসিকের লেখা। এখন আমার কোন বড় প্রজেক্ট নতুন করে শুরু করিনি। আমি ভাবছি অনেকদিন ধরে তারাশঙ্করের *হাঁসুলিবাঁকের উপকথা* হয়তো অনুবাদ করব।

**সাইমন :** বাংলা ভাষা থেকে যে বইগুলো ফরাসি ভাষায় অনূদিত হচ্ছে, সেই বইগুলো সম্পর্কে ফরাসি রিডারদের আগ্রহ কেমন?

**ফিলিপ :** আসলে, বাংলা থেকে ফরাসি ভাষায় খুব কম বই অনুবাদ করা হচ্ছে। শুধু বাংলা থেকে না, দক্ষিণ এশিয়ার অনেক ভাষা থেকেই কম হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়াতে অনেক ভাষা আছে, অনেক সাহিত্য আছে। কিন্তু সেগুলো ফরাসি পাঠকদের কাছে খুবই কম পরিচিত। একেবারেই কম। সেই ক্ষেত্রে বলা চলে বাংলা সাহিত্য ফরাসি পাঠকদের কাছে সব থেকে পরিচিত সাহিত্য। তবুও, বেশি বই অনূদিত হয়নি। ফরাসি ভাষায় সব থেকে বেশি অনুবাদ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা, গান থেকে ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কিন্তু সব হয়নি, কারণ উনি এত লিখেছেন যে, তার সব অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভব। প্রায় আশি বছরের জীবনে রবীন্দ্র অনেক কিছু লিখেছেন। সবই অনুবাদ এখনও হয়নি। তবে, অনেক কিছু হয়েছে, যেমন—তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলি—*গোরা*, *ঘরে বাইরে* ওগুলো হয়েছে। তাঁর অনেক কবিতা, অনেক ছোটগল্প অনূদিত হয়েছে।

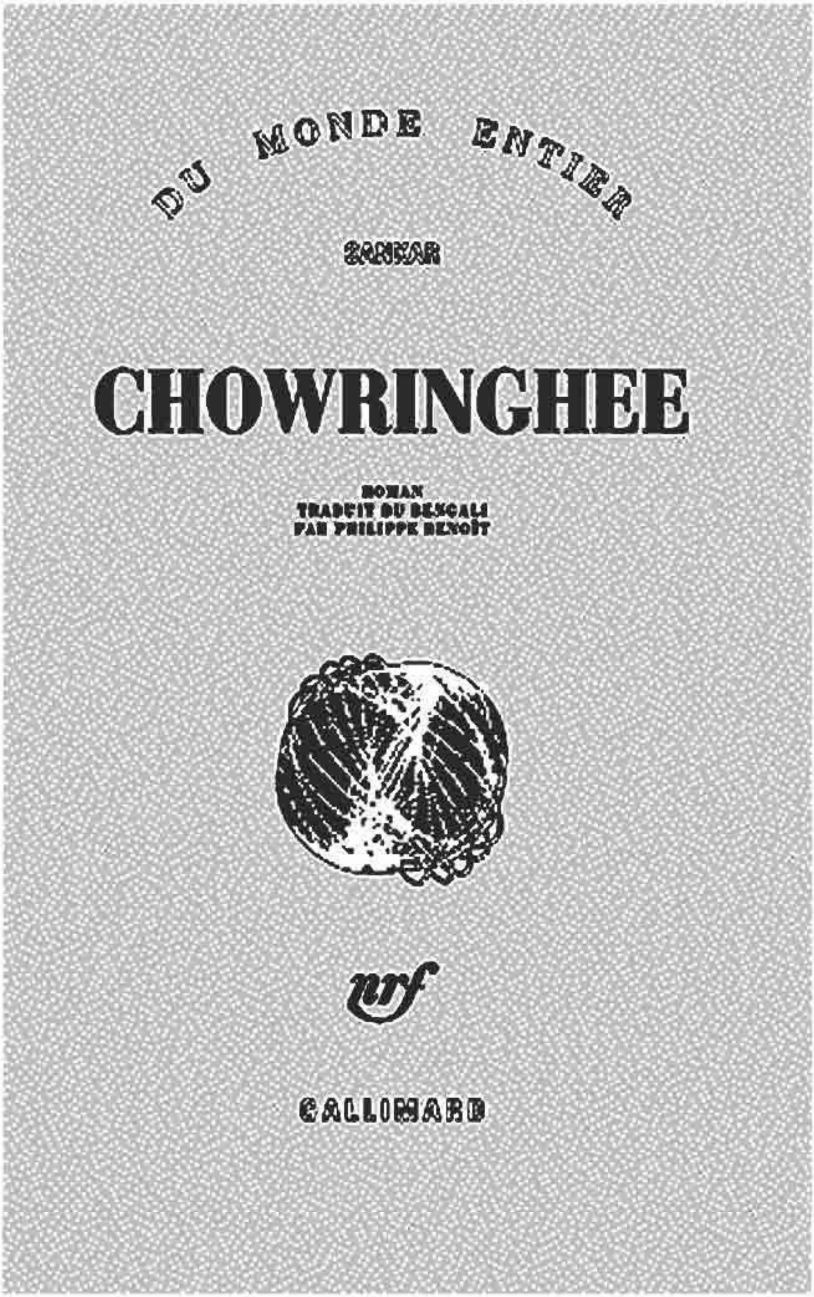


ফরাসি ভাষায় ফিলিপ বেনুয়ার অনূদিত উপন্যাস চৌরঙ্গীর প্রচ্ছদ

*ফ্রান্সের পাঠক গবেষকদের কাছে সব চেয়ে বেশি পরিচিত বাংলা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

**সাইমন :** ফরাসি দেশে বাংলা ভাষার প্রতি নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কেমন?

**ফিলিপ :** সাধারণত লোকজন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে খুব কম জানে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাম অনেকে জানে, উনি বাংলাদেশ ও ভারতীয় লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা, মানে সারা পৃথিবীতে। কিন্তু একটু দুঃখ নিয়ে স্বীকার করতে হচ্ছে—ফরাসি পাঠকদের অনেকে জানেও না যে, আসলে রবীন্দ্র বাংলা ভাষায় লিখতেন। অনেকে মনে করেন যে, হয়তো ইংরেজিতে বা হিন্দিতে লিখতেন।

**সাইমন :** আপনি তো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন নিবিষ্ট পাঠক। এখন বলেন যে, বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডার সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

**ফিলিপ :** বাংলা সাহিত্য আমার খুব ভাল লাগে। এর প্রধান কারণ, এই সাহিত্যে এত ধরনের জিনিস আছে যে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়, যেমন—মধ্যযুগের সাহিত্য আছে, এখনও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনেক কিছু অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। যার জন্য আমি যখন দেখি যে, থিবোর মতো লোক এত আগ্রহ নিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে কাজ করে, এত উৎসাহ নিয়ে কাজ করে—তখন আমার ভীষণ ভাল লাগে। যদিও আমি নিজে আপাতত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছি না। তবুও আমি চাই অনেকে কাজ করুক বাংলা সাহিত্য নিয়ে।